# স্বদেশ-রেণু



শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

---

কলিকাতা
সিটী বুক সোসাইটী,
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

মূল্য ৵০ আনা

# বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশে শিশুদিগের জন্য যে সকল ছড়া প্রচলিত আছে, সে সকল প্রায়ই "জুজুবুড়ী" ও "ছেলেধরা" প্রভৃতির কথায় পূর্ণ। এ সকল ছড়া অনেক সময়ে শিশু-হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। যাহাতে কোমলমতি শিশুগণের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত হয়, আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়, স্বদেশ-ভক্তি জাগরিত হয় ও স্বজাতি-প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয় এইরূপ সদ্ভাব উদ্দীপক কয়েকটি ছড়া প্রকাশ করিলাম। বোধ হয়, এগুলি বঙ্গাঙ্গনাগণের নিকট অনাদৃত হইবে না। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সাল।

বাগাঁচড়া পোঃ অঃ,<br>জেলা নদীয়া। } শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

# অনুরোধ

( ১ )

রাখ মাতা সন্তানের ক্ষুদ্র অনুরোধ ;

শিশুর কোমল মনে,

দাও স্তন্যদুগ্ধ সনে,

ঢালিয়া স্বদেশ-প্রীতি—আত্মহিত বোধ।

দাও আত্মনিষ্ঠা শিক্ষা,

দাও সত্যমন্ত্রে দীক্ষা,

দাও কর্ত্তব্যের বীজ উপ্ত করি প্রাণে ;

মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও আপন সন্তানে !

( ২ )

রাখ দিদি অনুজের ক্ষুদ্র অনুরোধ ;

সংযত করিয়া মন,

দাও সব বিসর্জ্জন

বিলাস-বাসনা সনে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ।

নাটক নভেল পাঠে,

যেন দিন নাহি কাটে,

স্বদেশের হিতে চিত্ত করহ অর্পণ ;

ধর দেশ-সেবা-ব্রত, করি' প্রাণ পণ।

( ৩ )

ভগিনি ! দাদার রাখ ক্ষুদ্র অনুরোধ ;
"কুসুম, চাঁদের হাসি,
কুহুরব, কা'র বাঁশী",
বন্ধ কর প্রেমের এ কবিতা দুর্ব্বোধ।
গৃহধর্ম্মে দাও মন,
কর আত্মবিসর্জ্জন,
দেশের মঙ্গল কার্য্যে ; দেখুক সংসার,
বঙ্গগৃহে নারী গৃহলক্ষ্মী অবতার !

( ৪ )

বঙ্গবালাগণ ! রাখ এই অনুরোধ ;
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ,
সঙ্গিনী সকলে ডাক,
দাঁড়াও করিতে মাতৃঋণ পরিশোধ।
মুখে হুলুধ্বনি দিয়া,
শঙ্খশব্দে বিঘোষিয়া
স্বর্গের বিজয়-গীতি, হও অগ্রসর ;
আনন্দে উঠুক হেসে ভাবী বংশধর।

# স্বদেশ-রেণু

## ছেলে ভুলান ছড়া

( ১ )

খোকার চ'খে ঘুম আসে চুমি' চাঁদমুখে ;
খোকামণি ক'র্‌বে খেলা বাংলাদেশের বুকে।
কত রতন আছে বাছা সোণার বাংলা যুড়ে ;
বড় হ'লে খোকামণি আন্‌বে মাটি খুঁড়ে।
বাংলাযুড়ে আছে জল, জলে আছে মাছ ;
বাংলাদেশের বনে আছে মিষ্টফলের গাছ।
আছে কত ধানের জমি, ফুলের বাগান কত ;
আর কোন দেশ নয়ত যাদু বাংলাদেশের মত।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি ;
আমাদের মা সোণার বাংলা,
তাঁকেই প্রণাম্ করি।

( ২ )

আয় ঘুম আয়, খোকার চ'খে আয় !
বাংল্লাদেশের আকাশ ব'য়ে আলোক চ'লে যায়।
সেই আলোতে ভেসে ভেসে চাঁদের হাসি ধ'রে,
ফুর্‌ফুরে ঐ বাতাস এলো, পাতার কোলে স'রে।

বাংলাদেশের এমন বাতাস, এমন চাঁদের হাসি ;
আর কোথা' নাই, আমরা সবাই বড় ভালবাসি !
তুমিও যাদু বড় হ'লে বাংলা ভালবেসো ;
বাংলার দুঃখে কেঁদো খোকা, বাংলার সুখে হেসো
কাজ ক'র্‌তে বিদেশ গেলেও বাংলা ভুলো না ;
সদাই মনে রাখ্‌বে বাছা, বাংলা তোমার মা !
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি বাঙ্গালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোণার বাংলা,
তাঁকেই প্রণাম করি।

( ৩ )

আয় ঘুম আয়, আমার যাদুমণির চ'খে ;
শালিক, পেঁচা, বুলবুলি, বক, বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে
শাদা, রাঙ্গা, কাল, নীল, হলুদ রঙ্গের পাখী ;
বাংলাদেশের শীতল ছায়ায় বেড়ায় ডাকি' ডাকি'।
গরু, গাধা, ঘোড়া, ভেড়া বেড়ায় পালে পালে ;
রুই, কাত্‌লা, ট্যাংরা, পুঁটি, আছে বিলে খালে।
আমাদের মা বাংলা যেমন, তেমন সোণার দেশ ;
নাইক কোথাও, বাংলামায়ের দয়ার নাইক শেষ।
পুকুর ভরা জল আছে মা'র, ক্ষেতে ভরা ধান ;
বাগান ভরা ফল আছে তা' চাইলে করেন দান।
মায়ের ঘরে যা' পা'বে তা' যত্ন ক'রে খেও ;
পরের ঘরে ভিক্ষা ক'র্‌তে কখ্‌খন না যেও।

মায়ের ছেলে কাপড় বোনে কিন্‌তে হ'বে তাই ;
অন্য দেশের ভাল কাপড় হ'লেও তা' কাজ নাই।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি ;
আমাদের মা, সোণার বাংলা,
তাঁকেই প্রণাম করি।

( ৪ )

খোকামণির ঘুম আসে দখিণে বাতাস ধ'রে ;
বাংলাদেশের মাঠ গিয়েছে ধানের গাছে ভ'রে।
ধানের ক্ষেতে জল বেধেছে, ক'র্‌তেছে থৈ থৈ ;
পুকুর ঘাটে লাফায় কত রুই, কাত্‌লা, কৈ।
বাগান ভরা ফুল ফুটেছে, গাছ হ'য়েছে আলো ;
বাংলার মত আর কোন দেশ নয়ত যাদু ভাল।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি ;
আমাদের মা সোণার বাংলা,
তাঁকেই প্রণাম করি।

( ৫ )

খোকোন সোণা, চাঁদের কণা, ঘুমায় মায়ের বুকে ;
মধুর হাসি, সুধার রাশি, ফুট্‌ছে খোকার মুখে।
খোকোন কেন হাসে ?
ধান হ'য়েছে চাষে,
কলাবাগান উঠ্‌ল ফ'লে খোকার বাড়ীর পাশে !

খোকার গরু বুধি,
বাছুর তা'র, ক্ষুদি,
দুধ দেবে সে কেঁড়ে কেঁড়ে, বাড়্‌বে খোকার সুদি।

লয়ে পড়ার সাথী,
( খোকা ) প'ড়্‌বে দিবা রাতি,
জ্বল্‌বে ঘরে আলো করে বাংলাদেশের বাতি।

খোকোন হ'লে বড়,
টাকা ক'রে জড়,
কাপড় বোনা কল করিবে, কাজে হ'বে দড়।

( এই) বাংলাদেশে বাস,
( খোকা ) ক'র্‌বে বারমাস,
মনে প্রাণে হ'বে খোকা বাংলাদেশের দাস।

( ৬ )

খোকোন সোণা খেলা ক'রে এল আপন ঘরে ;
সোণার যাদুর সোণার বরণ গেছে ধূলায় ভ'রে।
বড়ই ভাল বাংলাদেশের জল, বায়ু আর মাটি ;
চিরকালটি মনে রেখো এই কথাটি খাঁটি।
এই মাটিতে জন্মেছিলেন পণ্ডিত নিমাই,
ভক্ত, ভাবুক, দয়ার আধার, যাঁর তুলনা নাই।
রাগ ছিল না, মার্‌তে গেলে কোলে নিতেন তুলে ;
ভাই ব'লে সব দেশের লোককে হৃদয় দিতেন খুলে।

বাংলাদেশের এই যে ধূলা মাখ্‌লে খেলা ঘরে ;
এম্‌নি ধূলাই মাখ্‌ত নিমাই খেল্‌ত এম্‌নি ক'রে।
এম্‌নি ক'রে উঠ্‌ত নিমাই মায়ের কোলে গিয়ে ;
মুছ্‌য়ে দিতেন শচীমাতা, ধূলা আঁচল দিয়ে।
বড় হ'য়ে ঘুর্‌ল নিমাই বাংলাদেশে কত ;
ভাই ব'লে সব ডাক্‌ল, ছিল পাপী তাপী যত।
ঘৃণা না করিতেন নিমাই হাড়ী, মুচী ব'লে ;
ভাই ব'লে সব দেশের লোককে নিমাই নিতেন কোলে
তুমিও যাদু মেখেছ সেই বাংলাদেশের মাটি ;
খেলার সাথী সবাই যে ভাই, ভেবো এই কথাটি।
বড় হ'লে বাংলাদেশকে মায়ের মত মেনো ;
ছোট বড় বাঙ্গালীদের ভাই ব'লে ঠিক জেনো।

( ৭ )

খোকা ঘুমুল, শান্ত হ'ল খোকার মায়ের মন ;
খোকোন বড় শান্ত ছেলে, বুক জুড়ান ধন।
খোকা যখন বড় হ'বে, শিখ্‌বে লেখা পড়া ;
শিখ্‌বে খোকা যত্ন ক'রে কলের জাহাজ গড়া।
এই বাংলায় বাঙ্গালীরা আপন হাতে ক'রে ;
গড়্‌ত জাহাজ, ভাস্‌ত সে সব সাগরে বায়ু ভরে।
সেই জাহাজে নিয়ে দেশের রেসম, কাপড়, সূত ;
বিদেশ হ'তে টাকার রাশি আন্‌ত অবিরত।

পারস্য, তুরস্ক, গ্রীস, আরব, মিশর দেশে ;
বাংলার বাণিজ্য-জাহাজ লাগ্‌ত গিয়ে ভেসে।
বিজয় সিংহ নামে এক বাঙ্গালী রাজার ছেলে ;
বাংলাদেশের জাহাজ চ'ড়ে গেছিল সিংহলে।
বাঙ্গালীরাই সৈন্য ছিল বিজয় সিংএর সনে ;
সে দেশবাসী হেরেছিল বাঙ্গালীদের রণে,
বাংলা হ'তে সেদিন গেছে, তোমরা যত্ন কর,
তেমন দিনটি আস্‌বে আবার—বাংলা হ'বে বড়।

(৮)

পুঁটুরাণী একটু খানি চুপ ক'রে থাক, ঘুমো ;
পুঁটুর দাদা আস্‌বে বাড়ী খাবে কত চুমো।
বাংলাদেশের তাঁতে বোনা ঢাকাই, শান্তিপুরে ;
পুঁটুর দাদা আন্‌বে, পুঁটু বেড়াবে, তাই প'রে।
আন্‌বে কত মনের মত খেলনা চমৎকার ;
দেশের লোকের হাতে গড়া গয়না দেবে আর।
গোলাপ, পদ্ম, গন্ধরাজ যুঁই, মল্লিকা, বেল ;
এসব ফুলের গন্ধভরা আন্‌বে মাথার তেল।
দেশের সাবান, দেশের ফিতে, দেশের জামা দেবে
অন্য দেশের কোন জিনিস কখ্‌খন না নেবে।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছ, বাংলা বেসো ভাল ;
বাংলার জিনিস ঘরে এলে, ঘরটি হ'বে আলো।

সোণার বাংলার মেয়ে তুমি, এইটি মনে রেখো ;
বাংলা মায়ের সব মেয়েকে ব'নের মত দেখো।

( ৯ )

আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, লক্ষ্মীমেয়ে টুনু ;
সেকরা ডেকে মল দেবো পায়, বাজ্‌বে রুনু ঝুনু।
খৈ মুড়্‌কী খেতে দেবো সকাল বেলা হ'লে ;
আঁচল ভ'রে নিয়ে টুনু খেল্‌তে যেও চ'লে।
খেলার সাথী সব মেয়েকে ব'নের মত দেখো,
ঝগড়া বিবাদ ক'রো না ক, এইটি মনে রেখো।
সোণার বাংলার মেয়ে তুমি, বাংলা তোমার মা ;
টুনুমণি এই কথাটি কখ্‌খন ভুলো না।
বাংলাদেশের যত ছেলে সবাই তোমার ভাই ;
ভাই ব'নেতে কোন কালে ঝগড়া ক'র্‌তে নাই।
সোণার টুনু বড় হ'লে বুঝ্‌বে আপন কেবা ;
ভাই ব'নেতে মিলে ক'র্‌বে বাংলা মায়ের সেবা।

( ১০ )

খুকুমণি রাজার রাণী পাল্‌কী চ'ড়ে যায় ;
কত আভরণ দিয়ে সে সাজায় বাংলা মায়।
গ্রীষ্মকালে গরীবগুলি পায় না খেতে জল ;
তাই, গ্রামে গ্রামে রাণীর দীঘি করেগো টল্‌ টল্‌।
রোগের সময় পায় না ওষুদ গরীব দুঃখী যত ;
তাই, ঔষধালয় করছে রাণী গ্রামে গ্রামে কত।

পাঠশালা সব বস্‌য়ে দিলে, প'ড়্‌ছে চাষার ছেলে ;
পাত পূরে ভাত দেয় গো রাণী, লোকের ক্ষুধা পেলে।
দেশের লোকের দুঃখে রাণীর চক্ষে ঝরে জল ;
বাংলাদেশে ক'র্‌ছে রাণী কাপড় বোনা কল।
বাংলার জন্যে রাণী আমার, দিয়েছে হৃদয় খুলে ;
"জয় রাণীমা" ব'ল্‌ছে দেশের সবাই দু'হাত তুলে।
খুকুনিমণি বড় হ'লে হ'বে রাণীর মত ;
দেশের লোককে জল দেবে আর ওষুদ পথ্য কত!
বাংলাদেশকে ভালবেসে থাক্‌বে মনের সুখে ;
আমাদের মা সোণার বাংলা আছি মায়ের বুকে।

( ১১ )

ঐ আস্‌ছে খোকার দিদি প্রভাবতী নাম ;
খোকা খা'বে রসগোল্লা সে দেবে তা'র দাম।
খোকা কত খাবে ?
যত গুলি পা'বে!
প্রভাদিদির গলা ধ'রে আরো কত চা'বে!
খোকা বলে, ভাই,
কোন্ দেশে এ পাই ?
প্রভা বলে, বাংলা ছাড়া আর কোথ্‌থাও নাই!
খোকা বলে হেসে,
এ সব হ'ল কিসে ?
প্রভা বলে, বাংলার ছানায়, বাংলার দোলোর রসে।

( ১২ )

খোকোন সোণা, আর কেঁদো না, থাক চুপটি ক'রে ;
কলকাতাতে যা'বে খোকন রেলের গাড়ী চ'ড়ে।
লেখা পড়া শিখ্‌বে খোকা, টাকা আন্‌বে কত ;
জন্মভূমি পাড়াগাঁকে ক'র্‌বে মনের মত।
খোকামণির জন্মভূমি এই যে পাড়া গাঁ ;
দূরে থাক্‌লেও খোকামণি একে ভুল্‌বে না।
আম কাঁঠালের বাগান কত, তাল খেজুরের বন ;
ঘরের চালে লাউ কুমড়ো ফল্‌তেছে কেমন !
খোকার টাকায় রাস্তা হবে, চ'ল্‌বে ঘোড়া গাড়ী ;
খোকার টাকায় ওষুদ যা'বে, সকল রোগীর বাড়ী।
খোকার টাকায় পুকুর হ'বে সবাই খা'বে জল ;
খোকার টাকায় আস্‌বে গাঁয়ে জল তোল্‌বার কল।
জল হ'ল না ব'লে চাষী কাঁদবে না ক আর ;
খোকার কলের জলে আবাদ চ'ল্‌বে চমৎকার !
খোকামণির জন্মভূমি এই যে পাড়া গাঁ ;
কোন কালেও খোকা আমার একে ভুল্‌বে না।

( ১৩ )

খোকা কেবল হাস্‌তে জানে, কাঁদতে জানে না ;
খোকা যখন খেলা করে, কাজ করে তা'র মা।
কি কাজ করে খোকার মা ? উলের টুপি বোনে ;
খোকার পিসি পুঁথি পড়ে, খোকার মা তা' শোনে।

পিসি পড়ে কিসের পুঁথি ? বাংলার ইতিহাস ;
প্রতাপ আদিত্যের ছিল যশোর জেলায় বাস।
বাংলার কায়স্থ প্রতাপ, রাজা হ'লেন দেশে ;
তাঁর শাসনে সোণার বাংলা সুখে উঠ্‌ল হেসে।
শঙ্কর বাঁড়ুয্যে ছিলেন সেনাপতি তাঁর ,
সৈন্য ছিল তাঁর অধীনে বায়ান্ন হাজার।
"জয় মা কালী" ব'লে সবে কর্‌ত মহা রণ ;
এই বাংলার ছেলে তারা, শোন্ রে খোকন ধন।
এই বাংলার মোটাভাতে, এই বাংলার জলে ;
এই বাংলার ঘী দুধে আর এই বাংলার ফলে ;
এই বাংলার মাছ মাংসে, তা'রা ছিল বীর ;
তা'দের ছিল এই বাংলার বাঁশের ধনুক তীর।
তা'রা সবাই স্বর্গে গেছে, সোণার বাংলা হ'তে ;
তা'দের কথা ভুল না ক' খোকন কোন মতে।

( ১৪ )

ঘুমের দেশে ঘুম ধ'রেছে চাঁদের আলো ধ'রে ;
ধীর বাতাসে ভেসে ভেসে, ধরায় পড়্‌বে ঝ'রে।
খোকামণির চ'খে দেবে বুলিয়ে দু'টি হাত ;
মায়ের কোলে ঘুমিয়ে খোকা থাক্‌বে সারারাত।
পুকুর ভরা পদ্ম ঘুমায়, সূর্য্যমণি গাছে ;
চড়ুই, চাতক, কাঠ্‌ঠোক্‌রা সবাই ঘুমিয়ে আছে।

বোল্‌তা ঘুমায়, ভোমরা ঘুমায়, ঘুমায় মধুমাছি ;
শিউলিফুলের গাছটি বলে, আমিই জেগে আছি।
শিউলি কেন জাগে ? ঝ'রে পড়্‌বে হ'লে ভোর ;
সেই সময়ে সোণার খোকা ঘুম্‌টি যা'বে তোর।
বাংলাদেশের পূর্ব্বাকাশে আস্‌বে উষা ছুটে ;
বাংলাদেশের পুকুর ভরা পদ্ম উঠবে ফুটে।
বাংলদেশের আকাশ হ'তে আঁধার যা'বে দূরে ;
বাংলাদেশের পাখীরা গান গাবে মধুর সুরে।
বাংলাদেশের শোভা খোকা দেখ্‌বে নয়ন খুলে ;
বাংলা মাকে প্রণাম ক'রে খেল্‌তে যা'বে চ'লে।

( ১৫ )

খোকাখুকী ঘুময়ে প'ল শুয়ে মায়ের কোলে ;
ও পাড়াতে পড়্‌ল চাটি বলাই দাসের খোলে।
দাগ্‌দুম্‌দুম্‌ বাদ্য বাজে, উঠ্‌ল কোলাহল ;
ও পাড়াতে এসেছে আজ স্বদেশ-সেবক দল।
স্বদেশ সেবক কি কাজ করে ? বাংলা মায়ের সেবা ;
বাংলাদেশে তাদের মত ভাগ্যবান আর কে বা ?
বাংলা মায়ের যত ছেলে সবাই তাদের ভাই ;
ভাইয়ের সেবা ক'র্‌তে তাদের কষ্ট কিছুই নাই।
ভাইয়ের দুঃখ দেখ্‌লে তা'দের চক্ষে ঝরে জল ;
সোণার বাংলার সোণার ছেলে স্বদেশ-সেবক দল।

তা'দের দলে সবাই আছে, হিন্দু মুসলমান ;
বাংলা ভাষায় ক'র্‌বে তা'রা বাংলা মায়ের গান।
তুমিও যাদু সেবক-দলে যেও বড় হ'লে :
বাংলাভাষায় বাংলা মাকে ডাকিও মা ব'লে।

( ১৬ )

মায়ের কোলে সোণার খোকা থাক চুপটি ক'রে ;
গঙ্গা দিয়ে খোকার দাদা আস্‌ছে নৌকা চ'ড়ে।
কতই নৌকা বাঁধা আছে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে :
ছেলে মেয়ে সবাই মিলে কেমন সাঁতার কাটে !
ও পারেতে বালির চড়া, দূরে কশাড় বন ;
পা'ল তুলে সব নৌকা চলে, দেখ্‌রে খোকোন ধন
এই গঙ্গার ধারে আছে কতই নগর গ্রাম ;
তা'র মধ্যে নবদ্বীপ চৈতন্যের ধাম।
বল্লাল সেন রাজা ছিলেন বাংলাদেশে যবে ;
হেথায় ছিল রাজধানী তাঁ'র, শোন্ রে খোকা তবে
বিদ্বান রাজা বাড়াইতে গুণবানের মান ;
বাঙালীদের দিয়েছিলেন কৌলীন্য দান।
সৈন্য ছিল বাঙালীরা, ক'র্‌ত কতই রণ ;
বল্লালের সে বাড়ী এখন হয়ে গেছে বন।
এখন কত পথিক আসে দেখ্‌তে দলে দলে ;
গাঁয়ের লোকে এখন তা'কে "বল্লালঢিবি" বলে।

বাংলাদেশের সে সুখ গেছে, তোমরা যত্ন কর ;
তেম্নি সুখী হ'বে সবাই, বাংলা হ'বে বড়।

( ১৭ )

ঘুম ব'লেছে, খোকার চ'খে গেলে পা'ব কি ?
খোকার দিদি দেবে ব'লেছে মট্‌কী ভরা ঘী।
দুধ দেবে, ছানা দেবে, ক্ষীর দেবে আর ;
ময়দা দেবে, সুজী দেবে, সাজাইয়া ভার !
আধাছানার গোল্লা দেবে, রসগোল্লা কত ;
সরভাজা, সীতাভোগ দেবে কিন্‌তে পা'বে যত।
শান্তিপুরের খাসা মোয়া, গড়ের গাওয়া ঘী ;
মিহিদানা, মনোহরার অভাব আছে কি ?
আম দেবে, কাঁঠাল দেবে, দেবে তালের শাঁস ;
যত্ন ক'রে পুষ্‌তে দেবে পায়রা, ময়ূর, হাঁস।
দুধ খেতে গরু দেবে, চড়্‌তে দেবে ঘোড়া ;
ঢাকাই ধুতি প'র্‌তে দেবে, দেবে শালের যোড়া।
বাংলাদেশে ভাল জিনিস আরো যত আছে ;
ঘুমের দেশে পাঠ্‌য়ে দেবে, ঘুমের মায়ের কাছে।
ঘুম ব'লেছে খোকার চ'খে বুলয়ে দেবে হাত ;
ঘুমাও যাদু চুপ্‌টি ক'রে, হ'ল অনেক রাত।

( ১৮ )

খেলা ক'রে খোকোন সোণা এল আপন ঘরে,
চুমুক দিল বুধিগাইয়ের দুধের বাটী ধ'রে।

খোকাদের এই হাঁসী, বুধী, কালী, ধলী গাই ;
এদের মত মিষ্টি দুধ আর কোন খানে নাই।
ক্ষীর, ছানা, সর, মাখন, ঘৃত এই দুধে সব হয় ;
এই দুধে হয় পরমান্ন,—মিষ্ট অতিশয়।
বাংলাদেশের এ সব গরু বাংলার মাঠে চরে ;
ঘাস খেয়ে সব ফিরে আসে আপন আপন ঘরে।
খোকোন বড় ভালবাসে গরু বাছুর গুলি ;
কচি হাতে ঘাস ছিঁড়ে দেয়, তা'দের মুখে তুলি।
খোকা তা'দের আদর করে হাত বুলায়ে গায় ;
তা'দের মুখে দেয় গো খোকা, খাবার যত পায়।
খোকার যত গরু তা'রা খোকাকে ভালবাসে ;
খোকা যদি ডাকে, তা'রা খোকার কাছে আসে।
দুঃখের কথা বল্‌ব কি আর, শোন্ রে খোকা কানে
বাংলাদেশে এসব গরু, কম্‌ছে দিনে দিনে।
বাঙ্গালীদের বুদ্ধি গেছে, দয়া, ধর্ম্ম যত ;
কসাই খানায় কাট্‌ছে এম্‌নি গরু কত শত।
বাংলাদেশের গরু কেটে খাচ্চে সাহেব লোকে ;
বাংলার জন্যে জমান দুধ আস্‌ছে বিদেশ থেকে।
এ সব কার্য্য আর কিছুদিন চল্‌লে এম্‌নি ভাবে ;
এ দেশে দুধ মিল্‌বে না আর, দেশের গরু যা'বে।
বিলাতি দুধ কিন্‌বে না ক, যখন হ'বে বড় ;
দেশে যা'তে দুধ থাকে তা'র যত্ন তুমি ক'রো।

( ১৯ )

খোকোন বড় শান্ত ছেলে বুক জুড়ান ধন,
বাংলাদেশের গল্প বলি, চুপটি ক'রে শোন।
চব্বিশটি জেলা* ছিল এই বাংলাদেশে ;
পৃথক ক'রে দিয়েছেন তা কর্জ্জন লাট এসে।
পশ্চিমে দশ রইল মিশে বেহার উড়িষ্যাতে ;
পূবের চৌদ্দ জেলা গেল আসাম প্রদেশেতে।
বাঙালি সব পৃথক হ'ল, বাংলা হ'ল ভাগ ;
এ দুর্দ্দিনে জাগ্‌ল প্রাণে স্বদেশ অনুরাগ।
কাতর হ'য়ে বলে সবাই লাট সাহেবের কাছে ;
ভাগ করো না বাংলা, কর আর যা মনে আছে।
বাঙালিদের ন্যায্য কথা সকল গেল ভেসে ;
প্রচার হ'ল লাট সাহেবের হুকুম সর্ব্বনেশে !
তের শত বার সালের তিরিশে আশ্বিনে ;
বাংলা বিভাগ হ'ল খোকা এইটি রেখো মনে।

---

* ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, হুগ্‌লী, হাবড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং মালদহ।

( ২০ )

খোকা কেবল হাসে ব'সে খোকার মায়ের কো
নুন হ'য়েছে বেশী খোকার মায়ের মাছের ঝোলে
সুরেন দাদা ব'লে গেছেন, শোন্ রে খোকার মা ;
রান্না ঘরে বিলাতী নুন কখ্খন আন্‌বে না !
দেখ্‌তে শাদা হ'লে কি হয় ? বলছেন হেঁকে ম
খেলে হ'বে ধর্ম্মনষ্ট, বদ জিনিস সে অতি !
বিশারদ দা' বিশদভাবে করতেছেন প্রচার ;
বিদেশী ঐ জুতা মোজা কেউ ছোঁবে না আর।
পুরুত ঠাকুর ব'লে গেছেন, পাঁচকড়িদা'র বাড়ী ;
মেয়েরা সব শাঁখা পর, কাঁচের চুড়ী ছাড়ি।
রবিদাদা কবি মানুষ বল্‌লেন মিহি সুরে ;
খাঁকের কলম লও গো, ফেল ষ্টীলপেন দূরে।
কৃষ্ণ বাবু উচ্চ কথায় করতেছেন প্রচার ;
বিদেশের কাচ, সাবান, ছুরী কিনো না ক আর।
ভূপেন বাবু ব'লে গেছেন সন্ধ্যাকালে এসে ;
বিলাতী চিনি খাবে কেন ? গুড় ত আছে দেশে
রামেন্দ্র, হীরেন্দ্র, কত রাজা জমিদার ;
শিক্ষক ও ব্যবসায়ী, উকীল, বারিষ্টার।
গড়ের মাঠে ব'লেছিলেন, সেদিন সবাই মিলে ;
বিলাতী কাপড় কিনো না আর দেশের কাপড় পে

দেশের জিনিস ফেলে পরের জিনিস নিও না;
তা' হ'লে যে দুঃখ পা'বেন সোণার বাংলা মা।
মাকে নাইক দুঃখ দিতে এইটি মনে রেখো;
বাংলামায়ের চরণ তলে সেবক হ'য়ে থেকো।

( ২১ )

তাল পুকুরের পাড়ের পাশে আবাদ করলে কে?
মোড়ল দাদার মামা এবার কাপাস বুনেছে।
ছোট ছোট গাছ গুলিতে ফুল ধ'রেছে কত;
মাঠ হ'য়েছে আলো. যেন খোকার হাসির মত।
উত্তরেতে ধানের জমি, খেজুর বাগান পূবে;
পশ্চিমেতে আখের ক্ষেতে স্যিযা গেল ডুবে।
গাঁয়ের যত ছেলেগুলি খেলতে চলে মাঠে;
মেয়েরা সব ঘড়া নিয়ে যাচ্চে পুকুর ঘাটে।
গোরুগুলি উড়্য়ে ধূলি আসছে বাড়ী পানে;
সোণার বাংলা উঠ্‌ল ভ'রে উড়ো পাখীর গানে।
বাংলাদেশের কত শোভা নয়ন ভ'রে দেখ;
বাংলা মায়ের ছেলে তুমি এইটি মনে রেখো।

( ২২ )

খোকোন যখন বড় হ'বে, সকাল সন্ধ্যাবেলা,
করবে কত কপাটি আর দাণ্ডাগুলি খেলা।
ঝগড়া বিবাদ করবে না ক খেলার সাথী সনে;
খোকোনমণি দেবে না ক কষ্ট তা'দের মনে।

মিথ্যা কথা বলবে না ক, একটি বারও ভুলে ;
পরের জিনিস্ নেবে না'ক খোকোন কোন কালে।
খেলতে গিয়ে ঝগড়া করে, মিথ্যা কথা বলে ;
পরের জিনিস ঘরে আনে তা'রাই দুষ্ট ছেলে।
দুষ্ট ছেলে হ'লে ভালবাস্‌বে না কেউ আর ;
সোণার খোকা শান্ত হ'য়ে থাক ত' এই বার।

( ২৩ )

খোকা আমাদের খেলতে গেল গাঁয়ের পূবের মাঠে ;
সেই পথেতে কত মানুষ যাচ্ছে নূতন হাটে।
হরেন বলে, নরেন দাদা, হাটে বিকায় কি ?
নরেন বলে, দুধ, দই আর টাট্‌কা গাওয়া ঘী।
বাংলাদেশের তুলো, কাপড়, সূতো বিকায় হাটে ;
মহাজনের ঘর ভ'রেছে বাংলাদেশের পাটে।
বাংলাদেশের যত জিনিস এই হাটেতে পাই ;
অন্য দেশের এক রত্তি জিনিস হেথায় নাই।
নাই কো কেন অন্য দেশের জিনিস ? হরেন বলে ;
নরেন বলে. কিন্‌বে কে তা, দেশের জিনিস ফেলে ?
দেশের জিনিস মন্দ হ'লেও, তাই আমাদের সোণা ;
অন্য দেশের কোন জিনিস কখ্‌খন নিও না !

( ২৪ )

দোল, দোল্, দোল্, দোল্!
কিসের এত গোল ?

স্বদেশ-সেবক গাঁয়ে এলো,
উঠ্‌ল বেজে খোল!
বেজেছে শাঁখ, ঘণ্টা, ঘড়ী,
করতেছে ঢং ঢং;
শুয়ে শুয়ে খোকা বলে
"বন্দে মাতরম্‌!"
মায়ের কোলে আছি
আমরা ভালবাসি মাকে
আমাদের মা সোণার বাংলা
প্রণাম কর তাঁ'কে!

( ২৫ )

শান্ত হ'য়ে শোন্‌ রে খোকা, ব'লে গেছে তোর দাদা;
কিনে দেবে দুইটি ঘোড়া, কাল আর শাদা!
সকাল বেলায় শাদা ঘোড়ায় বেড়াবে তুমি চ'ড়ে;
কাল ঘোড়ায় চড়্‌বে যখন বেলা যা'বে প'ড়ে।
ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে যা'বে ছুটে মাঠের মাঝে;
বস্‌বে গিয়ে যেখানে সেই বটগাছটি আছে।
বটের ঝুরি ধ'রে রাখাল দোল্‌ দোল্‌ দোল্‌ খেলে;
দু'পর বেলায় গোরুগুলি শুয়ে থাকে তার তলে।
পাখীরা সব ডালে ব'সে করে কেমন গান;
শুন্‌লে পরে উঠ্‌বে ভ'রে উল্লাসেতে প্রাণ!

বাংলাদেশের মাঠের শোভা—ক্ষেতে ফসল কত ;
বাংলাদেশের গাছের শোভা—ফুল ফলে হয় নত।
বাংলাদেশের নদীর শোভা—নৌকা কত ভাসে ;
বাংলাদেশের দীঘির শোভা—পদ্ম ফুটে হাসে।
বাংলাদেশের মেঘের শোভা—বৃষ্টি করে বেশী ;
বাংলাদেশের লোকের শোভা—পোষাক পরে দেশী।

( ২৬ )

চারিদিকে ফুল ফুটেছে গাছ গুলি সব হাসে ;
ফুলের সুবাস গায়ে মেখে বাতাস ছুটে আসে।
মুক্তার মত শিশির কেমন প'ড়েছে সবুজ ঘাসে ;
মৌ-মাছিরা চাক বেঁধেছে ফুল বাগানের পাশে।
আন্‌তে মধু মৌ-মাছিরা বেড়ায় কত ফুলে ;
কত ফুলের মধু এনে চাকে রেখেছে তুলে।
কত বাগান ঘুরে বেড়ায় মধু খুঁজে খুঁজে ;
মৌ-মাছিদের কাজের কথা দেখ খোকা বুঝে।
তুমিও খোকা বড় হ'লে কত দেশেই যা'বে ;
বাংলায় এনে রাখ্‌বে টাকা যেখানে যা পাবে।
অন্য দেশের বিদ্যা শিখে আন্‌বে নিজের দেশে ;
দেশের লোককে শিখাবে তা', থাক্‌বে মিলে মিশে।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি ;
সোণার বাংলা আমাদের মা, তাঁ'কেই প্রণাম করি।

( ২৭ )

আপন দেশই ভাল খোকা, ভক্তি ক'রো তাঁ'কে ;
সোণার খাঁচা ছেড়ে পাখী বনেই ভাল থাকে।
আপন দেশকে ভালবাস্‌লে তুষ্ট ভগবান ;
জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের সমান !
সোণার বাংলা আমাদিগের জন্মভূমি এই ;
এমন সুখের দেশ্ রে খোকা আর কোথ্‌থাও নেই।
বাংলাদেশে জন্মিয়াছি বাঙ্গালী নাম ধরি ;
আমাদের মা সোণার বাংলা, তাঁ'কেই প্রণাম করি।

( ২৮ )

ছি ছি ছি ছি
রাণী রান্‌তে শেখেনি !
জ্যাঠাইমাকে বলে, ঝোলে মস্‌লা দেবো কি ?
সুক্তুনিতে ঝাল দিয়েছে, অম্বলেতে ঘী।
ছি ছি ছি ছি !
রাণী রান্‌তে শেখেনি !
পরমান্ন রেঁধে বলে ফেণ ফেল্‌বো কি ?
ভোজ-বাড়ীতে খোঁজ প'ড়েছে, এখন উপায় কি !
ছি ছি ছি ছি !
রাণী রান্‌তে শেখেনি !

( ২৯ )

ঠাকুরুণ দিদির কাজ ছিল না, বেড়াত গল্প ক'রে;
এখন বুড়ী চরকা কাটে ব'সে আপন ঘরে।
জগাই দাদার তুলোর ক্ষেতে তুলো হ'য়েছে কত ;
সে সব তুলো নিয়ে বুড়ী চরকায় কাটে সুত।
সে সব সুতায় পৈতা করে, বামুন বাড়ী দিতে ;
সে সব সুতায় কাপড় বোনে, হরিশ খুড়োর মিতে।
হরিশ খুড়োর মিতের নাম জগবন্ধু দাস ;
তাঁত ছিল না, অন্নকষ্ট ছিল বার মাস।
দেশের কাপড় প'র্‌বে ব'লে সবাই কর্‌লে পণ ;
জগবন্ধুর তাঁতে এখন বিলক্ষণ !
ভাতের কষ্ট নাইকো এখন, পয়সা পাচ্ছে হাতে ;
তাঁত বুনে তা'র অভাব গেছে, খাচ্চে দুধে ভাতে।
সবাই নিলে দেশের লোকের জিনিস এম্‌নি ক'রে ;
দেশের লোকের কষ্ট যত পলাবে সব দূরে।
দেশের জিনিস আদর ক'রে নেবে খোকোন সোণা ;
অন্য দেশের কোন জিনিস কখ্‌খন নেবে না।

( ৩০ )

ধন্‌ ধন্‌ ধন্‌ ধন্‌ ,
বাড়ীতে কাপাস বন ;
এ ধন যা'র ঘরে নেই তা'র বৃথাই জীবন !

ধন্ ধনু ধন্ সোণা,
ধান হ'য়েছে বোনা ;
কত টাকা আস্‌বে ঘরে, ফল্‌লে ক্ষেতের কোণা।

( ৩১ )

খোকোন বড় ভাল,
( তা'র ) বাটিতে দুধ ঢাল ;
খোকোন কেবল হাসে ব'সে ঘরটী ক'রে আলো।
খোকোন করে খেলা,
সকাল সন্ধ্যা বেলা,
লেখা পড়ায় খোকামণির নাইকো অবহেলা।
খোকা আঁকে ছবি,
প্রভাত কালের রবি ;
খোকা হ'বে চিত্রকর, এবং বড় কবি।
বাংলাদেশের গান,
( খোকা ) শিখ্‌বে খুলে প্রাণ,
বাংলাদেশের হিতে খোকা হৃদয় কর্‌বে দান।

( ৩২ )

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপে ধাম ;
এখন তিনি স্বর্গে গেছেন, আছে কেবল নাম।
নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি ছিল না ;
ছাত্রেরা ন্যায় প'ড়্‌তে যেত তা'তেই মিথিলা !

মৈথিলী সেই পণ্ডিতেরা পড়াইতেন কিছু ;
পুঁথি কিন্তু দিতেন না ক—তাঁদের হৃদয় নীচু।
বাড়াইতে নবদ্বীপের সম্মান বিশেষ ;
সার্ব্বভৌম গিয়েছিলেন, সেই মিথিলা দেশ।
পড়েছিলেন যত্ন ক'রে ন্যায়শাস্ত্র যত ;
মুখস্থ করিয়া আনেন, ন্যায়ের পুঁথি কত।
সে সব পুঁথি লিখেছিলেন বাড়ী ফিরে এসে ;
ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন দেশে।
নবদ্বীপে ন্যায়ের গরব বাসুদেবের গুণে ;
তুমিও খোকা মনে রেখো এই কথাটি শুনে।
যে দেশে যা বিদ্যা পাবে, শিখে আস্‌বে দেশে,
দেশের লোককে শেখাবে তা', থাক্‌বে মিলে মিশে।

( ৩৩ )

সাজ পোষাকে হয় না বড়, শোন্ রে খোকা কাণে ;
হৃদয় হ'লে বড়, সবাই মানুষ ব'লে মানে।
পয়সা হ'লে মনের মত পোষাক পরা যায় ;
বদ লোকে সৎ হয় না খোকা, পোষাক দিলে গায়।
দেশের দুঃখ দেখ্‌লে, খোকা হৃদয় কাঁদে যাঁর ;
কথায় কাজে করেন যিনি দেশের উপকার।
দেশের ভাল করেন যিনি, ক'রেও নিজের ক্ষতি ;
জেনো খোকা তিনিই মানুষ—তিনিই মহৎ অতি।

( ৩৪ )

কলিকাতার বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর নাম যাঁর ;
চিন্‌ত সবাই, দেশ বিদেশে সুনাম ছিল তাঁ'র।
জ্ঞানের আধার, দয়ার পাথার, কর্ণের মত দানে ;
পরের দুঃখে বড়ই ব্যথা বাজ্‌ত তাঁহার প্রাণে।
লাট বড়লাট হ'তে দেশের মুটে মজুর যত ;
সবাই তাঁহার স্নেহের,—সবাই মান্‌ত তাঁ'কে কত !
তিনিই ছিলেন বঙ্গমাতার প্রিয় সুসন্তান ;
রয়েছে তাঁ'র অমর-কীর্ত্তি—"মেট্রোপলিটান।"
সাজ পোষাকে ছিল না তাঁ'র আস্থা কোন কালে ;
চ'লতেন তিনি বাংলাদেশের সাবেক মোটা চা'লে।
থান ধুতি আর মোটা চাদর, চটি জুতা পায় ;
এই পোষাকেই বড় তিনি, প্রণাম কর তাঁ'য়।

( ৩৫ )

মায়ের কোলে খোকামণির ঘুম ভেঙ্গেছে ভোরে ;
শোন রে খোকা বাংলাদেশের গল্প বলি তোরে।
উলায় ছিলেন রঘুনাথ, খেতেন একটি মণ ;
শরীর ছিল শক্ত, তা'তে শক্তি বিলক্ষণ।
আশানন্দ ঢেঁকির ছিল শান্তিপুরে ঘর ;
ভীমের মত শক্তি ছিল, সাহস ভয়ঙ্কর।
মেটিরিতে ছিলেন বাবু রামদাস নাম ;
জমিদারের ছেলে তিনি মস্ত বলবান।

বেলগড়েতে তনুর খাঁড়া, গোড়োচাঁদের লাঠি ;
এঁরা সবাই বামুন ছিলেন, স্বধর্ম্মেতে খাটি।
ভাল লোকের বন্ধু ছিলেন, চোর ডাকাতের যম ;
এঁদের কথা ভেবো, বল "বন্দে মাতরম্।"

( ৩৬ )

বিদেশী চিনি খাবে কেন ? গুড়ের অভাব কি ?
দেশে আছে খেজুর বাগান, তাও কি দেখনি ?
দেশের চিনি কিনবে যখন দেশের লোকে খেতে ;
দেখ্‌বে তখন উঠ্‌বে ভ'রে বাংলা আখের ক্ষেতে।
গুড়ের ব্যবসা কর্‌বে তখন দেশের কত জন ;
দেশের লোকের হ'বে তা'তে অর্থ উপার্জ্জন।
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়ও মিষ্টি বেশী ;
মনে রেখো সবই ভাল, যা'কিছু এদেশী।
বিদেশী জিনিস নিও না' ক দেশের জিনিস ফেলে ;
ছোঁবে না' ক পরের জিনিস, ঘরের জিনিস পেলে।
মায়ের কোলে আছি আমরা নাইক কোন ক্লেশ ;
এই যে সোণার বাংলা, খোকা, এই আমাদের দেশ।

( ৩৭ )

এই যে সোণার বাংলা খোকা এই আমাদের দেশ ;
এই দেশেতে জন্মিয়াছি, পুণ্যের নাই শেষ।
জন্মভূমি পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থ বিশ্বমাঝে ;
জন্মভূমির সমান প্রিয় অন্য দেশ কি আছে ?

এই যে তোমার জন্মভূমি, শোন রে খোকন ধন ;
এই ভূমিতে জন্মেছিলেন কতই মহাজন।
আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আগে যাঁ'রা ;
এই বাংলার মাটি হ'তে জন্মেছিলেন তাঁ'রা।
এই বাংলার খাদ্য খেয়ে সবাই ছিলেন বেঁচে ;
বাংলার কাপড় প'রে, বাংলার কোলে বেড়াতেন নেচে।
এই মাটিতে দেহ রেখে, তাঁ'রা গিয়েছেন মরে ;
এই মাটিতেই আমরা হ'লাম, আমরাও যা'ব স'রে।
আস্‌বে আবার এই মাটিতে ভাবী বংশধর ;
পুণ্যভূমির এই মাটিকে খোকোন প্রণাম কর।

( ৩৮ )

খোকা এল খেলা ক'রে ধ'রে খুকীর হাত ;
ঘোষপুকুরের পদ্ম তুলে আন্‌লে দীননাথ।
সে সব পদ্ম বেচ্‌তে গেল দীননাথের পিসি ;
পদ্ম বেচে আন্‌বে কিনে কাপড় একখান দেশী।
দেশের কেমন মোটা কাপড়! টিক্‌বে অনেক দিন ;
আমি নেবো ব'লে খুকী নাচ্‌তেছে ধিন্ ধিন্।
সরু মোটা দেখে না'ক, সবাই আদর করে ;
দেশের যত বড় লোকে দেশের কাপড় পরে।
দেশের যত মূর্খ লোক, মানব জাতির ওঁচা ;
অন্য দেশের কাপড় কেনে, ক'র্‌তে লম্বা কোঁচা।

ছি ছি ছি! তা'দের মত হ'বে না তুমি খোকা ;
দেশের জিনিস না যদি নাও, লোকে বল্‌বে বোকা।

( ৩৯ )

রাতের আঁধার যাচ্ছে চ'লে, ভাঙ্‌ল ঘুমের ঘোর ;
উষার হাসি উঠ্‌ল ফুটে, রাত হ'য়েছে ভোর।
আপন আপন বাসায় ব'সে পাখী উঠ্‌ল ডেকে ;
ফুট্‌ল ফুলের কলিগুলি, প্রভাত-বায়ু লেগে।
টুনি, ভুনি উঠ্‌ল জেগে, ডাকছে তাদের সই ;
পুটো, কুটো উঠ্‌ল জেগে, ব'লে খাবার কই ?
কুটো বলে, পুটো দাদা, তোমার খাবার কম ;
পুটো বলে, বলরে কুটো "বন্দে মাতরম্‌!"
দুই ভাইয়েতে মিলে তখন তুললে কেমন তান ;
তাল বেতালে গেয়ে চলে বাংলাদেশের গান।
তুমিও বল, "বন্দমাতা", খোকোন ধনের ঘড়া ;
খোকা বলে, শুন্‌ব আমি বাংলাদেশের ছড়া।

( ৪০ )

পিতা মাতা গুরুজন, তাঁ'দের পূজা কর ;
জন্মভূমির সেবা-ব্রত, যত্ন ক'রে ধর।
যে সব কাজে দেশের লোকের হ'বে উপকার ;
সে সব কাজে বাড়্‌বে গরব খোকার বাংলা মা'র।

সে সব কর্ম্ম করবে খোকা, মানবে না ক বাধা ;
খোকা আমাদের সোণার ছেলে, মনটি বড় শাদা।
মনে আছে? সাতকড়ি কি ক'রেছে নিয়ম?
ভোরে উঠে বল্‌তে হ'বে—"বন্দে মাতরম্!"

( ৪১ )

টাকা হ'লে হয় না বড়, হৃদয় বড় যাঁর ;
জেনো খোকা জন্মভূমির তিনিই অলঙ্কার।
নিজের টাকা হ'বে ব'লে লোককে যে দেয় ফাঁকি ;
পশুর অধম জেনো তা'কে, মানুষ বল্‌ব না কি?
অন্যের সুখে সুখী যাঁরা, তাঁরাই মানুষ ভবে ;
জন্মভূমির সঙ্গে তাঁ'দের প্রণাম করতে হ'বে।

( ৪২ )

দেখ নয়ন খুলে ;
বঙ্গমাতা বিভূষিতা
নূতন নূতন ফুলে।
চাঁদের হাসি পড়্‌ল আসি
দূর্ব্বা ঢাকা মাঠে ;
শিউলি বকুল ছড়্‌য়ে প'ল,
সান্ বাঁধান ঘাটে।

আম বাগানে ফুট্‌ল মুকুল,
ছুট্‌ল সুবাস কত;
নীল আকাশে হাস্‌ছে ব'সে
তারা কত শত।

তরু, লতার সবুজ পাতা,
নাচ্‌ছে তালে তালে;
ঘুমের ঘোরে কোকিল পাখী,
উঠ্‌ল ডেকে ডালে।

মলয় পবন করে ভ্রমণ,
মেখে ফুলের বাস;
শিশির কেমন সাজায়েছে,
মাঠের সবুজ ঘাস।

ঘুমে থেকে ওঠো খোকা,
নয়ন খুলে দেখ;
এই আমাদের বঙ্গমাতা,
মা'কে মনে রেখো।

মায়ের কোলে, শান্ত ছেলে,
হ'য়ে তুমি র'বে;
মায়ের সেবা কর্‌বে তুমি,
মায়ের প্রিয় হ'বে।

মায়ের ঘরে অশন, বসন,
ভূষণ কত আছে ;
তা'তেই তুমি তুষ্ট রবে,
থাক্‌বে মায়ের কাছে।
হৃদয় দিয়ে খোকা তুমি
মায়ের সেবা কর ;
পরের মা'কে মা ব'লো না,
লজ্জা তা'তে বড়।
মায়ের সেবা না কর্‌লে, আর
কর্‌বে তুমি কি ?
পরের সেবা কর্‌তে যা'বে ?
ছি ছি ছি ছি!

( ৪৩ )

বিদেশের খাদ্যেতে খোকা
নাইক প্রয়োজন ;
দেশের খাদ্য ভাত ডা'লেতে
শক্তি বিলক্ষণ।
ময়দা, ঘি, দুধ আছে দেশে.
মাছ, মাংস আর ;
শরীর তা'তে থাকে ভাল
এই কথাটি সার।

নিরামিষ কি আমিষ, তোমার
যেমন রুচি হ'বে ;
ইচ্ছামত শাস্ত্র মেনে
দেশের খাদ্য খা'বে।
ঘরের ফেলে পরের খাদ্যে
লোভ ক'রো না তুমি ;
মনে রেখো, আমাদের দেশ
সোণার বাংলাভূমি।

( ৪৪ )

বৃষ্টি এল ঝুপ্ ঝুপ্‌য়ে, বেগে বাতাস বয় ;
আকাশ যোড়া মেঘের ডাকে চাষার নাইক ভয়।
কিনু, তিনু, হীরু, বীরু, কোদাল হাতে নিয়ে ;
মাঠের দিকে চল্‌ল সবাই টোকা মাথায় দিয়ে।
আ'ল বেধে জল রাখ্‌বে ধ'রে আমন ধানের ক্ষেতে ;
যো কালে জল হ'লে তা'দের অবকাশ নাই খেতে।
কত কষ্ট ক'রে তা'রা করে ধানের চাষ ;
বাংলাদেশে কত ফসল ফলায় বারমাস।
ধান, আলু, যব, কলাই, মটর, মুগ, মুসুরী, ছোলা ;
গম, ভুট্টা, বেগুন, পটোল, শশা, কলা, মূলা।
দেশের লোক তা' খেয়ে বাঁচে, এইটি মনে রেখো,
দেশের যত চাষা, তা'দের ভাইয়ের মত দেখো।

তারা যা'তে সুখে থাকে, কর্‌বে তুমি তাই,
তা'দের অভাব মোচন কর্‌তে কখ্‌খন ভুল নাই।

---

## স্বাস্থ্য-সূত্র।

(১)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রার্থনীয় যত;
সুস্থ দেহে সকল সিদ্ধি, রুগ্ন দেহে হত।

(২)

যত্নে শরীর রক্ষা হয়;
অযত্নেতে দেহের ক্ষয়।

(৩)

সুস্থ দেহে সুস্থ মন মিতাচারী পায়;
অত্যাচারী পরিণামে করে হায় হায়।

(৪)

সুখ দুঃখ সর্ব্বকালে চিন্ত ভগবানে;
ইষ্টদেবের মিষ্ট নামে শান্তি পা'বে প্রাণে।

(৫)

হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, মিথ্যাকথা আর,
পরিহরি, রক্ষা কর সদা সদাচার।

( ৬ )

পরিমিত রূপে করে আহার বিহার,
সুস্থ দেহে রহে, রোগে কি করিবে তা'র ?

( ৭ )

অসংযত চিত্তে সদা চলে রিপুর বশে,
দেহ নষ্ট, মনের কষ্ট, নিন্দা করে দশে।

( ৮ )

কাম, ক্রোধ, লোভ তিনে,
শরীর নাশে দিনে দিনে,
মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, তিন,
মনের বল করে ক্ষীণ !

( ৯ )

ব্যাধিময় বিশ্ব, দেহ ব্যাধির মন্দির ;
সর্ব্ব রোগে হরিনাম মহৌষধি স্থির।

( ১০ )

উষা যখন পূর্ব্বাকাশে
আস্‌বে ক'রে আলো ;
ব্যায়াম কিম্বা উপাসনা
সেই সময়েই ভাল।

( ১১ )

ইষ্টদেবে করি' স্মরণ,
ভোরে উঠে কর্‌বে ভ্রমণ।

( ১২ )

দাঁত রাখিলে পরিষ্কার,
দাঁতের পীড়া হয় না আর।

( ১৩ )

অবগাহন শীতল জলে,
শ্রেষ্ঠ স্নান তা'রেই বলে।

( ১৪ )

যা' খা'বে, তা' ইষ্টদেবে কর্‌বে নিবেদন ;
প্রসাদ ব'লে খা'বে, ধীরে করিয়া চর্ব্বণ।

( ১৫ )

পরিশ্রম কর্‌বে যত,
আহার কর্‌বে সেই মত।

( ১৬ )

অতি শ্রমে অল্প আহার,
ক'দিন র'বে শরীর তা'র ?

( ১৭ )

অল্প শ্রমে গুরু ভোজন,
শীঘ্র নষ্ট করে জীবন।

( ১৮ )

যত পায় তত খায়,
শীঘ্র তা'র অগ্নি যায়।

( ১৯ )

পরিপাক নাহি হ'লে,
খা'বে না আর ক্ষুধা পেলে।

( ২০ )

ক্ষুধা প'ড়ে গেলে কিছু খেও না'ক আর ;
ক্ষুধা না হ'লে খাবে না' ক, এই কথাটি সার।

( ২১ )

আদা লবণ খেলে প্রাতে,
সদ্য ক্ষুধা বাড়ে তা'তে।

( ২২ )

নিদ্রা গেলে খালি পেটে,
অজীর্ণ দোষ যায় কেটে।

( ২৩ )

পরিপাকে বিলম্ব হয় অধিক জল পানে ;
না খেলে জল তা'তেও নানা কুফল টেনে আনে।

( ২৪ )

তামার পাত্রে দুগ্ধ থাকে,
বিষের সমান জান্‌বে তা'কে।

( ২৫ )

মাছ, মাংস, ছাতুযোগে,
দুগ্ধ খেলে ধরে রোগে।

( ২৬ )

বৈকালে খাও ছোলা ভিজা
যেমন সহ্য হয় ;
দেহ হ'বে পুষ্ট, যা'বে
কোষ্ঠ বদ্ধের ভয়।

( ২৭ )

ছুটে চলে ভোজন ক'রে,
শীঘ্র তা'কে রোগে ধরে।

( ২৮ )

মনে রাখ্‌বে সকল সময়,
অধিক কিছুই ভাল নয়।

( ২৯ )

অল্পালোকে পড়ে যা'রা,
জন্মে তা'দের চক্ষের পীড়া।

( ৩০ )

আলস্য, ঔদাস্য, আর চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগা ক'টাই কুলক্ষণ।

( ৩১ )

যত্নে শরীর রাখ্‌বে যেমন,
তেম্‌নি কর্‌বে জ্ঞানান্বেষণ।

( ৩২ )

অজ্ঞানীদের দেহের বলে,
অনেক সময় কুফল ফলে।

( ৩৩ )

মোটা কিম্বা ছেঁড়া কাপড়
পর্‌লে ত' দোষ কিছুই নাই;
পরিষ্কার তা' থাকে যেন
এইটি মনে রাখ্‌বে ভাই।

( ৩৪ )

মনের যদি শান্তি চাও, চিত্ত শুদ্ধি কর,
মায়ার বাঁধন আল্‌গা ক'রে হরিনামটি ধর।

---

## মাতৃ-স্তোত্র।

নমো নমঃ জন্মভূমি, আমাদের মাতা তুমি,
শান্তিরূপা স্বর্গের প্রতিমা ;
কত স্নেহ দয়া তব, এক মুখে কত ক'ব,
নাহি তব মহিমার সীমা !

তোমার উদ্যান মাঝে, ফল ফুল কত আছে,
শস্য পূর্ণ তোমার প্রান্তর,
সুশীতল, সুনির্ম্মল, সুমিষ্ট, পানীয় জল,
নদ, নদী, পূর্ণ সরোবর।

রেখেছ ভাণ্ডার ভ'রে, ধন রত্ন স্তরে স্তরে,
অন্নপূর্ণা কর অন্নদান ;
নমো নমঃ মাতৃভূমি, তোমার তুলনা তুমি,
অন্যে নহে তোমার সমান।

তোমার নির্ম্মলাকাশে, ধবল কৌমুদী হাসে ;
ধীরে বহে মলয় পবন ;
তোমার কানন পাশে, বিস্তৃত সবুজ ঘাসে,
শোভা আসি' রয়েছে শয়ন।

তুমি সর্ব্ব সুখধাম, বিশ্ব ব্যাপী তব নাম,
তব যশে মুগ্ধ এ সংসার ;
অয়ি মম বঙ্গভূমি, কেবলে অবলা তুমি ?
কোটি কোটি সন্তান তোমার !

সন্তান-মঙ্গল তরে, স্নেহধারা সদা ঝরে,
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আদি কত ;
কত পণ্য দ্রব্য ভরি', চলিছে বাণিজ্যতরী,
অনুকূল পবনে নিয়ত।

সাধিতে মা তব কাজ, ত্যজিয়াছি ভয়, লাজ,
এসেছি ও চরণের তলে ;
তোমার সেবায় মন, করিলাম সমর্পণ,
সিক্ত আঁখি মুছাও অঞ্চলে।

## অবসর

( ১ )

বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর,
এসেছে ক'র না তুচ্ছ,
যদি থাকে আশা উচ্চ,
তুলে লও যত্নে তা'রে, কর প্রিয় সহচর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।

( ২ )

ভুলি' হিংসা, ভুলি' দ্বেষ,
তুচ্ছ করি' যত ক্লেশ,
ইষ্ট সাধনায় রত হও সবে অতঃপর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।

( ৩ )

এক মনে এক প্রাণে,
এসো বসি মহাধ্যানে,
সংযত করিয়া চিত্ত, ভুলে ভেদ আত্মপর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।

( ৪ )

কোটি কোটি ভ্রাতা ভগ্নী,
জ্বালিয়া জ্ঞানের অগ্নি,
মন্ত্র পাঠ করি, বিশ্বে ভাসুক সে সমস্বর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।

( ৫ )

কি ধর্ম্মের কোন্ তন্ত্র,
কি সাধনা, কোন্ মন্ত্র,
কি বা শেষ ফল তা'র, বুঝিবে কার্য্যের পর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।

( ৬ )

"বন্দে মাতরম্" বল,
উঠ, মহাতীর্থে চল,
মঙ্গল মন্দিরে যেতে, কর নিজ পদে ভর ;
বহুদিন পরে আজি, ক্ষণেক এ অবসর।